দৈনিক ইনকিলাব

15 NOV 1993
তারিখ
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ ...

134

এসএসসিতেও সেশনজট

গত ৬ নভেম্বর '৯৩-এ প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এসএসসি পরীক্ষা '৯৩-এর তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে মে '৯৪। গত বছর এ পরীক্ষা হয়েছে এপ্রিল '৯২-এ। এর আগে এ পরীক্ষা রমজানের পূর্বেই অনুষ্ঠিত হত। চন্দ্রমাসের দিনগত পার্থকের কারণে পরীক্ষা রোজার পরে হওয়াটা যৌক্তিক হলেও তা মে মাসে অনুষ্ঠিত হওয়ার যৌক্তিকতা আমাদের বোধগম্য নয়। একদিকে সেশনজট কমানোর কথা বলা হচ্ছে, অন্যদিকে গতবারের চেয়েও দেরীতে পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। এটাকি বৈপরিত্যের সহাবস্থান নয়? 'মাস্টার্স, অনার্স পাস আর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মত সেশনজটের ব্যারাম কি তাহলে এসএসসির ঘাড়েও সওয়ার হয়েছে? ১৫ মার্চের মধ্যে ঈদ হলে তার সপ্তাহখানেক পরেই তো পরীক্ষা নেয়া যায়। তা না করে এপ্রিল পাড়ি দিয়ে একেবারে মে নাগাত তারিখ ঠেকানোর কেইসটা কি? শোনা যায় অলিম্পিকের আগেই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা নিতে হবে। কিন্তু এসএসসি পরীক্ষাই যদি এত দেরীতে হয় তাহলে জুন নাগাত শ্রুতব্য উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সোনার হরিণও যে হারিয়ে যাবে না, সে বিশ্বাস মাননীয় পরীক্ষা কর্মকর্তা মহোদয় সমীপে রাখি কোন ভরসায়? 'মুখে শেখ ফরিদ বগলে ইট'— এমন অবস্থায় শিক্ষা সংস্থার চললে জাতি যে আঁধারেও ঠাঁই পাবে না অতীত তার স্বাক্ষী। মে মাসে পরীক্ষা হলে সেশন জটের দুর্বহ বোঝা মাধ্যমিক ঝুলিতেও যে ঠাঁই পাবে তার আগেই ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সুচিন্তার ফসল শুভবুদ্ধির প্রত্যাশায় থাকলাম।

—বদরুল ইসলাম,
বি,এম কলেজ, বরিশাল।